নোহের চুক্তি

আদিপুস্তক ৯.৮-১৭পদ

আজ আমরা যে ছোট্ট অংশটি পাঠ করেছি, তার মধ্যে ৭বার নিয়ম স্থির করার *(Covenant)* কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন, এত ছোট অংশের মধ্যে এতবার যখন একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই এই শব্দের দ্বারা প্রকাশিত বিষয়ের গুরুত্ব আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। ঈশতত্ত্ববিদরাও এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন, এবং তারা এই অংশটিকে "নোহর সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি" আখ্যা দিয়েছেন। "চুক্তি" কথাটা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অঙ্গীকারকে নির্দেশ করে। বাইবেলে সাধারণত ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সাধিত বিভিন্ন চুক্তিকে আমরা দেখতে পাই (মানুষ ও মানুষের মধ্যে সাধিত চুক্তিও আছে, যেমন দায়ূদ ও যোনাথানের মধ্যে চুক্তি, ১শমূয়েল ২০.১৬)। কিন্তু একটি বিষয় প্রথমেই আমাদের পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, দুই বা ততোধিক মানুষের মধ্যে যখন কোন চুক্তি সাধিত হয়, তখন তাতে তাদের প্রত্যেকের অংশীদারত্ব থাকে। কিন্তু বাইবেলে ঈশ্বর যখন মানুষের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশ করেছেন, তখন তিনি এই পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। চুক্তির বিষয়বস্তু ও শর্ত নির্ধারণ করতে মানুষের সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ তিনি করেননি। তিনি তাঁর চরম সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করে, একাই স্থির করেছেন যে, একটি চুক্তি স্থাপিত হবে। কেবল তাই নয়, সেই চুক্তির শর্তাবলি তিনি একাই স্থির করেছেন এবং নিজের উপর বা মানুষের উপর তা আরোপ করেছেন। বাইবেলে উল্লেখিত ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের চুক্তিগুলি কখনও শর্তসাপেক্ষ কখনও আবার নিঃশর্ত।

আদি ৯.৮-১৭ পদে নোহের সঙ্গে ঈশ্বর যে চুক্তি করেছেন, তা কেবল নোহ ও তাঁর পুত্রদের সঙ্গে নয়, কিন্তু নোহের সমস্ত বংশধর (৯ পদ), তথা সমস্ত প্রাণীদের সঙ্গে (১০, ১২ পদ) চিরস্থায়ীভাবে এবং বংশ পরম্পরার জন্য এই চুক্তি করেছেন (১২ পদ)। এই চুক্তিতে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে একটি প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে) "***জলপ্লাবন দ্বারা সমস্ত প্রাণী আর কখনও উচ্ছিন্ন হবে না; পৃথিবীর বিনাশার্থে বিশ্বব্যপী জলপ্লাবন আর হবে না***" (১১ পদ) । ঈশ্বর যদিও এই চুক্তিতে এইভাবে তাঁর নিজের প্রতিজ্ঞার কথা বলেছেন;কিন্তু মানুষের পক্ষ থেকে এই চুক্তির প্রতি পালনীয় কী, তা উল্লেখ করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে, এই চুক্তি নিঃশর্ত চুক্তি হওয়ায়, মানুষের পক্ষ থেকে পালনীয় কোন বিষয়ই নেই। কেবল ঈশ্বর যে বিষয় পালন করতে প্রতিজ্ঞা করলেন, তা বলা হয়েছে -- কখনও বিশ্বব্যাপী বন্যা হবে না। সেইদিন থেকে নোহ ও তাঁর বংশধররা নিশ্চিন্তে জীবন উপভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন। বৃষ্টি দেখে তারা উদ্বিগ্ন হননি; কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে এই বৃষ্টি কখনও বিশ্বব্যাপী বন্যার আকার নেবে না, তা জেনে তারা নিশ্চিন্তে জীবনকে উপভোগ করেছে।

ঈশ্বর জলপ্লাবনের দ্বারা যখন পৃথিবীর উপর বিচার এনেছিলেন, তখন তার দ্বারা তিনি আমাদের দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর এবং মন্দতা কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু সেই জলপ্লাবনের পর, ঈশ্বর দেখেছিলেন, বিশ্বব্যাপী এই জলপ্লাবনের দ্বারা মানুষ তথা অন্য সমস্ত প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটলেও, মানুষের হৃদয় এবং পাপের কোন পরিবর্তন হয়নি (৮.২১)। অর্থাৎ, সেই জলপ্লাবন মানুষের হৃদয়ের চিন্তার পথকে পরিবর্তিত করতে পারেনি। তাই, জলপ্লাবনের দ্বারা পাপের প্রতি ঈশ্বরের মনোভাব প্রদর্শনের পর এই চুক্তির মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে--পাপের বিনষ্টতা থেকে মানুষকে এই প্রকার জলপ্লাবনের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব নয়;তাই, তিনি পুনরায় বিশ্বব্যপী জলপ্লাবনের দ্বারা নয়, কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে (উদ্ধারকর্তাকে প্রেরণ করে) মানুষের উদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসারই প্রকাশ করেছেন। কারণ, যাদের উদ্ধার করা যায় না, বা যাদের উদ্ধার করা উচিৎ নয়, বা যারা উদ্ধার পাবার যোগ্য নয়-- তাদের তিনি বিনাশের পরিবর্তে উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন।

ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন। এই চুক্তির পর

বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিকভাবে বন্যা হলেও, বিশ্বব্যাপী আর কখনও বন্যা হয়নি। এইভাবে, পুনরায় বিশ্বব্যাপী বন্যা না হবার প্রতিজ্ঞার অর্থ, এই নয় যে, মানবজাতির প্রতি আর কখনও কোন বিচার আসবে না। না, তা নয়। কিন্তু এর দ্বারা বিচারের পদ্ধতি পরিবর্তিত হবার কথাই বলা হয়েছে। কারণ, নতুন নিয়ম আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, আগুনের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের উপর বিচার আনবেন (২পিতর ৩.৭, ১২)।

এই চুক্তিকে স্মরণ করার জন্য ঈশ্বর একটি দৃশ্যগ্রাহ্য চিহ্ন দিলেন। অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তিতে ত্বকচ্ছেদ যেমন একটি চিহ্ন ছিল (আদি ১৭.১১);বা মোশির সঙ্গে চুক্তিতে বিশ্রামবার পালন যেমন চিহ্ন ছিল (যাত্রা ৩১.১৬-১৭), ঠিক তেমনই ঈশ্বর নোহের সঙ্গে চুক্তিকে স্মরণ করতে একটি চিহ্ন দিলেন। নোহ এবং সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে ঈশ্বরের স্থাপিত চুক্তিকে মেঘধনু বা রঙধনুর চিহ্নের দ্বারা চিহ্নিত ও মুদ্রাঙ্কিত করা হয়। এর দ্বারা, ঈশ্বর আমাদের উদ্দেশে এই কথা বলেছেন, "গৌরব, অনুগ্রহ ও আশার চিহ্নস্বরূপ এই মেঘধনু হল তোমাদের প্রতি আমার জামিনদার *(guarantee)* যে পুনরায় কখনও এমন বিশ্বব্যপী বন্যা হবে না। মেঘধনুর সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। আমরা জানি, ঝড়-ঝঞ্ঝা বা বৃষ্টি-বাদলের শেষে আকাশে মেঘধনু দেখা দেয়। যার দ্বারা বৃষ্টি শেষ হবার বিষয় আমরা আশ্বস্ত হই। কিন্তু বিশ্বাসী আমরা আকাশে মেঘধনু দেখে, কেবল বৃষ্টি শেষ হবার আশ্বাসে আশ্বস্ত হব না। কারণ, এই মেঘধনুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের তথা সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। আমরা সেই চুক্তিকে স্মরণ করব। ঈশ্বর চাইলেই, বিশ্বব্যাপী আরও একটি বন্যার দ্বারা আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতেন। কারণ, আমাদের পৃথিবী নোহের সময়কার পৃথিবী থেকে কোন অংশে উৎকৃষ্ট নয়। তথাপি, ঈশ্বর আমাদের বিনাশের পরিবর্তে যীশু খ্রীস্টেতে উদ্ধারের পথ করে দিয়েছেন। কারণ, তিনি আমাদের সঙ্গে নোহের মাধ্যমে এই চুক্তি করেছেন যে, তিনি আর কখনও বিশ্বব্যাপী জলপ্লাবনের দ্বারা আমাদের বিনাশ করবেন না;এবং মেঘধনু হল এই চুক্তির বাহ্যিক চিহ্ন বা মুদ্রাঙ্ক। অনেকে বলে থাকেন, নোহের সঙ্গে ঈশ্বরের এই চুক্তির সময় পৃথিবীর আকাশে প্রথম মেঘধনু উঠেছিল। এ বিষয়ে যদিও আমরা নিশ্চিত নই;তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে এই চুক্তির পর থেকে ঈশ্বর মেঘধনুকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছেলেন। আমরা জানি, বাতাসে ছড়িয়ে থাকা জলকণার প্রত্যেকটি প্রিজমের মতো সূর্যের আলোকে বিচ্ছুরিত করে মেঘধনুর সৃষ্টি করে। মেঘধনুর বিভিন্ন রঙ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহকেই নির্দেশ করে।

মেঘধনুর দ্বারা আমরা আদিযুগে তীর ধনুকের দ্বারা যুদ্ধকে স্মরণ করতে পারি। কারণ সেই সময় তীর ধনুকের দ্বারা যুদ্ধ করা হত। আকাশে মেঘধনু স্থাপনের দ্বারা ঈশ্বর হয়ত মানুষ ও তাদের পাপের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধকে নির্দেশ করেছেন, যা তিনি জলপ্লাবনের দ্বারা সাধন করেছেন। কিন্তু আকাশে তিনি যে মেঘধনু স্থাপন করেন, তার তীরকে কিন্তু শেষপর্যন্ত ঈশ্বর নিজের দিকেই লক্ষ্য করেছেন। এর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর নিখুঁত ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূর্ণ করতে, তিনি নিজে তীরের লক্ষ্যবিন্দু হতে চলেছেন। অর্থাৎ, পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের যুদ্ধের ফলস্বরূপ, জলপ্লাবনের দ্বারা যে তীর পৃথিবীর প্রাণীজগতের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল;ঈশ্বর সেই তীর ঘুরিয়ে নিজের দিকে নিক্ষিপ্ত করতে চলেছেন। এর দ্বারা আমরা সহজেই উপলব্ধি করি যে, পৃথিবীতে ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার স্থাপন করতে ঈশ্বর নিজ পুত্র, যীশু খ্রীস্টকে ক্রুশের উপর উৎসর্গ করতে চলেছেন। তাই, মানুষকেপাপ থেকে উদ্ধারার্থে যীশু খ্রীস্ট ক্রুশে তাঁর পবিত্র রক্ত ঝরিয়েছেন (১পিতর ৩.১৮)। যে দুঃখ ও মৃত্যু আমাদের প্রাপ্য ছিল, তা তিনি আমাদের পরিবর্তে গ্রহণ করেছেন।

এখন, যে মেঘধনু ঈশ্বর আকাশে স্থাপন করেন, তা কেবল আমাদের দেখার জন্য নয়। ১৬ পদে ঈশ্বর বলেছেন, "***আর মেঘধনু হলে, আমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করব; তাতে মাংসময় যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাদের সঙ্গে ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ী নিয়ম, তা স্মরণ করব।***" এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর কখনও আমাদের সঙ্গে সম্পাদিত তাঁর চুক্তিগুলি ভুলে যান না। আকাশে মেঘধনু দেখে আমরা যেমন ঈশ্বরের চুক্তিকে স্মরণ করি;ঈশ্বরও সেই চুক্তিতে স্মরণ করেন। এই বিশ্বাস

আমাদের ঈশ্বরের আরও কাছে আসতে সাহায্য করে।

মহা জলপ্লাবন মানুষের হৃদয়ের দুষ্ট কল্পনাকে পরিবর্তিত করতে পারেনি (৮.২১)। কোন মানুষই নিজে নিজে পরিবর্তিত হতে পারে না। আমাদের শত চেষ্টা পরিস্থিতির কেবল অবনতিই ঘটায়। তাই, ঈশ্বর আমাদের জন্য পরিত্রাতাকে প্রতিজ্ঞা করেছেন। তাঁকে ছাড়া আমরা কেউই উদ্ধার পেতে পারি না। মেঘধনুর চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্কের দ্বারা ঈশ্বর যীশু খ্রীস্টেতে আমাদের উদ্ধারেরই প্রতিজ্ঞা করেছেন।

অন্যদিকে, মেঘধনু আমাদের শেষ বিচার সম্বন্ধে সতর্ক হতে সাহায্য করে। ঈশ্বর যদিও আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, বিশ্বব্যপী বন্যার দ্বারা তিনি আর পৃথিবী ধবংস করবেন না; তথাপি, পৃথিবীর শেষ বিচারের দিন ঘোষিত ও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। যে দিন জলের দ্বারা নয়, কিন্তু আগুনের দ্বারা সমস্ত বিষয় ধবংস করবে। আমরা যারা সেই আগামী কোপ থেকে রক্ষা পেয়েছি, ঈশ্বর তাদের দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা যেন অবশিষ্টদের কাছে সেই শেষবিচার তথা তা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যীশু খ্রাস্টে বিশ্বাসের কথা প্রচার করি।

আবার, এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহও দেখতে পাই। আদিপুস্তক ৯ অধ্যায়ে উল্লেখিত চুক্তি সম্পাদন করতে ঈশ্বর কোনভাবে দায়বদ্ধ ছিলেন না। তিনি স্বেচ্ছায় ও অনুগ্রহে এই চুক্তি করেছেন। আমরা যারা তাঁর দয়া নয়, কিন্তু বিচার পাবার যোগ্য ছিলাম, তাদের প্রতি ঈশ্বর এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। এর জন্য তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে।

আজ আমরা যখন আমাদের জীবনে বিভিন্ন ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হই, তখন আমরা যেন আমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত চুক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করি। এই ঝড়ঝঞ্ঝা চিরকালের জন্য নয়, কিন্তু যীশুখ্রীস্টের দ্বারা উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা চিরকালের। বিশ্বাসীর জীবনেও বিভিন্ন ঝড়ঝঞ্ঝা আসে, যেন তা তাকে বিশ্বাসে আরও দৃঢ় করে। মনে রাখতে হবে, ঝড়-বৃষ্টির শেষে পরিষ্কার আকাশে মেঘধনু যেমন বহুবিধ রঙের বিচ্ছুরণ করে, পৃথিবীতে আমাদের অবশিষ্ট জীবনে বা মৃত্যুর পর স্বর্গে তাঁর সান্নিধ্যে আমাদের জীবনে তাঁর অনুগ্রহ বহুবিধ।

নোহের মাধ্যমে সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে ঈশ্বর যে চিরস্থায়ী চুক্তি করেছেন, তার ফল আমরা সকলে ভোগ করে চলেছি। বিশ্বব্যপী বন্যার দ্বারা ধবংসের ভয় থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি। কিন্তু, কেবল তা নয়, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা চিরকালের জন্য পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদপাত্র হয়েছি। নতুন নিয়মে যীশু আমাদের বলেছেন, ***"ইহা আমার রক্ত, নতুন চুক্তির রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত হয়"*** (মার্ক ১৪.২৪)। তাঁর সেই রক্ত বিশ্বাসী আমাদের উপর আধ্যাত্মিকভাবে ছিটানো হয়েছে (পুরাতন নিয়মের ন্যায়) (ইব্রীয় ১২.২৪)। যীশুর প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হবার বাহ্যিক চিহ্ন হিসাবে নতুন নিয়মে যীশু আমাদের বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজের দুটি বাহ্যিক চিহ্ন ও মুদ্রাঙ্ক দিয়েছেন। যা পুরাতন নিয়মে ত্বকচ্ছেদ ও নিস্তারপর্বের ভোজের অনুরূপ। যাদের প্রথমটি ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তিতে প্রবেশকে নির্দেশ করে এবং অন্যটি এই চুক্তির ক্রমশ বাস্তবায়নকে নির্দেশ করে।

তাই, কেবল জলপ্লাবন থেকে বিনাশ না হবার আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া নয়, যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের অনন্ত জীবন লাভ করতে হবে ও তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ ভোগ করতে হবে।